জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা সংস্থা

১৯৪৮ সালে **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন** শুরু হয়। এর প্রথম মিশন ছিল ১৯৪৮ সালে [মধ্যপ্রাচ্যে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF) [১৯৪৮ আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AA%E0%A7%AE_%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%AC-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7) সময় যুদ্ধবিরতি পালন ও বজায় রাখা। তারপর থেকে, [জাতিসংঘের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98) শান্তিরক্ষীরা বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬৩টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে, ১৭টি আজও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৮ সালে সংস্থাটি [শান্তিতে নোবেল](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0) লাভ করে।

যদিও জাতিসংঘের চার্টারে "[শান্তিরক্ষা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE)" শব্দটি পাওয়া যায় না। সাধারণত অধ্যায় ৬ এবং অধ্যায় ৭-এ (বা তার মধ্যে) অনুমোদন আছে বলে মনে করা হয়। অধ্যায় ৬ নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতার তদন্ত এবং মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা বর্ণনা করে, এবং অধ্যায় ৭ অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সামরিক নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করার ক্ষমতা, সেইসাথে সামরিক বাহিনীর ব্যবহার, বিতর্ক সমাধান করার ব্যাপারে আলোচনা করে। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতাগণ ধারণা করেছিলেন যে, এই সংগঠন জাতিসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ প্রতিযোধে কাজ করবে; তবে, [স্নায়ুযুদ্ধের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7) কারণে বিশ্ব ভাগ হয়ে প্রতিকূল ক্যাম্পে পরিণত হয় এবং শান্তিরক্ষা চুক্তি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, বিশ্ব শান্তি অর্জনের জন্য সংস্থাটি নতুন করে প্রয়োজন হয় এবং সংস্থাটির শান্তিরক্ষা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়, যা আগের ৪৫ বছরের তুলনায় ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে আরও বেশি মিশনকে অনুমোদন করে।

প্রারম্ভিক বছর

লীগ অব নেশনস-নিয়ন্ত্রিত ইন্টারন্যাশনাল ফোর্স ফর সের (১৯৩৪-৩৫) "আন্তর্জাতিক শান্তি পর্যবেক্ষক বাহিনীর প্রথম প্রকৃত উদাহরণ" হতে পারে। [দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7) পর কোন সরকারী শান্তিরক্ষী মিশনের আগে, জাতিসংঘ ত্রিস্তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত, জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত টেরেস্টকে স্বাধীন শহর ঘোষণা করা হয়েছিল। অঞ্চলটিকে দুটি অঞ্চল বিভক্ত করা হয়, যা পরবর্তীতে ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলের বিভাগের ভিত্তি তৈরি করে। প্রথমে শান্তিরক্ষা মিশন আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের সময় ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যে নিযুক্ত জাতিসঙ্ঘের পর্যবেক্ষকদের একটি দল ছিল। মিশনটি আনুষ্ঠানিক ভাবে ২৯ শে মে, ১৯৪৮ তারিখে অনুমোদিত হয় । এই তারিখ শান্তিরক্ষীদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণে পালিত হত । জাতিসংঘের মহড়া পরিচালনা সংস্থা ( ইউএনটিএসএসও ), তখন থেকেই এই অঞ্চলের বেশ কয়েকটি সংঘাতের জন্য পর্যবেক্ষক সরবরাহ করেছে। ১৯৪২ সালে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ১৯৪৭ এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর অনুরূপ মিশনে নিযুক্ত করা হয়। তারা সীমান্তে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

## আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব

১৯৬৪ সালে শুরু করে সাইপ্রাসে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী (ইউএনএফআইসিএইচপি),গ্রিস উপজাতি এবং তুরুস্কের মধ্যে দ্বীপে সংঘর্ষ এবং ন্যাটো,তুর্কি এবং গ্রিসের মধ্যেকার ব্যাপক সংঘর্ষ প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের এলাকায় একটি দ্বিতীয় পর্যবেক্ষক বাহিনী, (ইউএনআইপিওএমও) প্রেরণ করা হয়েছিল যেটি প্রাথমিক মিশন দ্বারা নিরীক্ষণ করা হয়নি ভারত-পাক যুদ্ধে যুদ্ধবিরতির পর । এই বিতর্কগুলির মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধ বা মতাদর্শিক প্রভাব দেখা যায় নি।

তবে সেখানে নিয়মে একটি ব্যতিক্রম ছিল। ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রের (ডোম্রেপ) ১৯৬৫-১৯৬৬ সালের সাধারণ সম্পাদকের মিশনের মিশনে জাতিসংঘের একটি দেশের পর্যবেক্ষক মিশন অনুমোদিত হয় যেখানে মতাদর্শগত দলগুলোর মুখোমুখি হয়। যাইহোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বামপন্থী ও রক্ষণশীল দলগুলোর মধ্যে গৃহযুদ্ধে একতরফাভাবে হস্তক্ষেপ করার পর এই মিশন শুরু হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দৃঢ় সংহতি এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠন (মার্কিন সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিচালিত) একটি বাহিনী আমন্ত্রণ জানায়। মিশনটি প্রধানত অনুমোদন করা হয়েছিল কারণ আমেরিকানরা এটিকে সমর্থনযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছিল এবং জাতিসংঘের মিশনটি সম্পূর্ণ শান্তিচুক্তি বাহিনী ছিল না। এটি যেকোনো সময় শুধুমাত্র দুই পর্যবেক্ষক অন্তর্ভুক্ত করে এবং অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় শান্তিচুক্তি ছেড়ে চলে যায়। এটি প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সাথে এই পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।

## মধ্য প্রাচ্যের সংঘর্ষ

মধ্যপ্রাচ্য, যেখানে যোদ্ধারা সাধারণত উচ্চ শক্তির দেশ গুলির সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত ছিল না, যারা প্রধান প্রধান তেল উৎপাদনকারী অঞ্চলে স্থিতিশীলতা চেয়েছিল, এটি ছিল শীতল যুদ্ধের সময় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার সবচেয়ে দৃশ্যমান বিষয়। ১৯৫৮ সালে ইউএনওজিআইএল এটি নিশ্চিত করার জন্য অনুমোদিত হয়েছিল যে, লেবাননের সীমানার মধ্যে প্রধানত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বাহিনীতে কর্মীদের বেআইনি অনুপ্রবেশ বা অস্ত্র সরবরাহ করা হয়নি। কয়েক বছর পরে, ইয়েমেন পর্যবেক্ষক মিশন (UNYOM), ১৯৬৩ সালে অনুমোদিত, আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী মিশর ও সৌদি আরব দ্বারা সমর্থিত পক্ষের সাথে ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ শেষ করার চেষ্টা করে। ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে, জাতিসংঘের ১৯৭৩ সালে সুয়েজ (ইউএনএএফ ২) -তে এবং ১৯৭৪ সালে গোলাম হাইটস (ইউএনডিএএফ) -তে ইয়োম কিনবার যুদ্ধ শেষ করে এবং লেবানন (ইউএনএফআইএল) -কে আরব-ইসরায়েলি দ্বন্দ্ব শান্ত করার জন্য কয়েকটি শান্তিরক্ষা মিশনের অনুমোদন দেয়। দুই দেশের মধ্যে প্রায় আট বছর যুদ্ধের পর ইরাক ও ইরানের মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমান্তে সৈন্য প্রত্যাহারের তত্ত্বাবধানের জন্য ১৯৭৮ সালে দক্ষিণ লেবানন সংঘাতের পর ১৯৮০-র দশকে শুধুমাত্র একটি নতুন মিশন এই অঞ্চলে অনুমোদিত ছিল (UNIIMOG)।

## স্নায়ু যুদ্ধের অবসান

[সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%A4_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8) এবং perestroika আবির্ভাবের সঙ্গে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপকভাবে "বিশ্বব্যাপী" বেশ কয়েকটি "প্রক্সি" গৃহযুদ্ধের জন্য সামরিক এবং অর্থনৈতিক সমর্থন হ্রাস করে। ইউএসজিএমএপি, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহার এবং আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য ইউএসএসআর দেশীয়ভাবে পুনর্বিবেচনা করার জন্য এটি তৈরি করেছে। ১৯৯১ সালে, ইউএসএসআর ১৫ স্বাধীন রাজ্যে দ্রবীভূত দুই [সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%A4_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0), জর্জিয়ার জর্জিনিয়ান-আবখাজিয়ান দ্বন্দ্ব এবং তাজিকিস্তানে একটি গৃহযুদ্ধে দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ে, যা অবশেষে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী, জাতিসংঘ এবং ইউএনএমোটের অনুগত ছিল।

স্নায়ু যুদ্ধের শেষের দিকে জাতিসংঘ বিশ্ব ঐতিহ্যের একটি সংগঠন হওয়ার আহ্বান জানানোর জন্য বেশ কয়েকটি দেশকে এবং বিশ্বজুড়ে দ্বন্দ্বের অবসানকে আরও উৎসাহিত করে। নিরাপত্তা পরিষদে রাজনৈতিক দমনের শেষ পর্যায়ে শান্তিরক্ষা মিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। সহযোগিতার নতুন শক্তিতে, নিরাপত্তা পরিষদ বৃহত্তর এবং আরো জটিল জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন প্রতিষ্ঠা করে। অধিকন্তু, শান্তিরক্ষায় আরও বেশি সংখ্যক অসামরিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা নির্বাচনের মতো নাগরিক ফাংশনের যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিত করে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী পরিচালনার জন্য ১৯৯২ সালে এই ধরনের মিশনের বর্ধিত চাহিদা সমর্থন করে।

স্নায়ু যোদ্ধাদের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলির স্পন্সর করা হয়েছিলো, যার মধ্যে বেসামরিক যুদ্ধ শেষ করার জন্য বেশ কিছু মিশন ডিজাইন করা হয়েছিল। এঙ্গোলা (ইউএনএইচেম -১, ২ ও ৩) এর লক্ষ্য ছিল বিদ্রোহী, বিরোধী-কমিউনিস্ট ইউনাইটিএ এবং ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট এমপিএলএর মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো। ONUMOZ একইভাবে [মোজাম্বিকের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95) বিরোধী কমিউনিস্ট রেনমো এবং বামপন্থী সরকারের মধ্যে সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়েছিলেন, মোজাম্বিকের গৃহযুদ্ধ শেষ করে। ক্যাম্বোডিয়ার ইউএনএএমআইসিতে এবং তারপর ইউএনটিএসি প্রথমবার জাতিসংঘের পক্ষে সমগ্র রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং নির্বাচিত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার আগে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় আমেরিকাতে, অন্য কোনও দেশে বিদ্রোহের জন্য যে কোনও দেশ একাধিক দেশের সীমান্ত সহযোগিতা সীমিত করার বিষয়ে ONUCA দেখে। পাঁচটি দেশ জড়িত ছিল: এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, কোস্টা রিকা, নিকারাগুয়া, এবং হন্ডুরাস। এই ৫টি দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষার কাজে জাতিসংঘ কাজ করে । এল সালভাদরসহ আরও একটি অভ্যন্তরীণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী (ONUSAL), সমাজতান্ত্রিক FMLN এবং সরকারের মধ্যে যুদ্ধবিরতি যাচাই করার জন্য অনুমোদিত হয়েছিল। একইভাবে, গুয়াতেমালার মধ্যে, MINUGUA ১৯৯৬ সালে বামপন্থী URNG এবং রক্ষণশীল সরকারের মধ্যে যুদ্ধবিরতি যাচাই করতে অনুমোদিত হয়েছিল।

অনুমোদন করেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষায় দুই ধরনের আন্তঃ রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব চলছে তখন থেকে।১৯৯৪ সালে জাতিসংঘের Aouzou Strip পর্যবেক্ষক গ্রুপ (ইউএনএএসওজি) আন্তর্জাতিক আদালতের বিচার অনুসারে লিবিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী অঞ্চল থেকে একটি ফাঁকা স্থান থেকে প্রত্যাহারের লক্ষ্যে কাজ করে। ২০০০ সালে, ইরিত্রিয়া-ইথিওপিয়ান যুদ্ধের পর যুদ্ধের অবসান নিরীক্ষণের জন্য জাতিসংঘের মিশন ইথিওপিয়া এবং ইরিত্রিয়া (ইউএনএমইই) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

### গৃহযুদ্ধ

১৯৯০-এর দশকে জাতিসংঘ আবারো গণহত্যার এবং জাতিগত শুদ্ধির উপর মনোনিবেশ করে। রুয়ান্ডার গৃহযুদ্ধ এবং যুগোস্লাভিয়ার ভাঙন উভয়ই ব্যাপক অত্যাচার ও জাতিগত সহিংসতার ঘটনা ছিল। ৮ টি শান্তি রক্ষা মিশন পাঠানো হয় প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায়।

আন্তর্জাতিক এবং কোল্ড ওয়ার অনুপ্রাণিত সহায়তার অবসান সত্ত্বেও, গৃহযুদ্ধ অনেক অঞ্চলে অব্যাহত ছিল এবং জাতিসংঘ শান্তির চেষ্টা করে। একাধিক দ্বন্দ্ব একাধিক শান্তিরক্ষা মিশনের কারণ ছিল।

সোমালিয়া ১৯৯১ সালে সোমালি গৃহযুদ্ধে পতিত হলে UNOSOM I, UNITAF, এবং UNOSOM II শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে ব্যর্থ হয়, যদিও তারা দুর্ভিক্ষের প্রভাবকে প্রশমিত করেছে।

প্রথম লাইবেরীয় গৃহযুদ্ধটি ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের অনুমোদন লাভ করে পশ্চিম আফ্রিকার অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ের সৈন্যদের সহায়তা ও তত্ত্বাবধানের কাজ করে, যা লাইবেরিয়ান সরকারের অনুরোধে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছিল এবং রক্ষণাবেক্ষণের তত্ত্বাবধান করেছিল। দুটি বিদ্রোহী দল ২০০৩ সালে দ্বিতীয় লাইবেরিয়ান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং জাতিসংঘ যুদ্ধবিধ্বস্ত চুক্তির বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করা হয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংস্কারে সহায়তা অব্যাহত থাকে।

১৯৯১ সালে হাইতিতে একটি অভ্যুত্থান, অভ্যন্তরীণ সহিংসতা দ্বারা অনুসরণ করা হয়, হাইতিতে জাতিসংঘের মিশন (ইউএনএমআইএইচ) -এর জন্য উদ্দীপনা ছিল। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে তিনটি মিশন, ইউএনএসএমআইএইচ, ইউএনটিআইআইএইচ এবং এমআইপিউনউইহকে রাজনৈতিক অস্থিরতার মাধ্যমে পুনর্বিন্যাস, প্রশিক্ষণ ও পুলিশ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংগঠিত করা হয়েছিল। ২০০৪ সালে একটি অভ্যুত্থান রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং জাতিসংঘের অনুমোদনের জন্য দেশটির স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সুদান, জাতিসংঘ প্রাথমিকভাবে সুদান পিপলস্ লিবারেশন আর্মি / মুভমেন্ট এবং সুদানের সরকারের মধ্যকার যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার জন্য ইউএনএমআইএসকে পৃষ্ঠপোষক করে। তারপর থেকে, দারফুরে বিদ্রোহী গোষ্ঠী সরকার-স্পনসর্ড বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, ফলে জাতিসংঘ, দারফুরের এউ / জাতিসংঘ হাইব্রিড অপারেশন দারফুরে সহিংসতা, [চাদ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A6) ও [সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%86%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0) সীমান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৭ সালে, দারফুরের সহিংসতা সংক্রান্ত সহিংসতা সম্পর্কিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি সহিংসতা হ্রাস করার জন্য এবং মিনিস্টটকে নিয়োজিত করা হয়।

জাতিসংঘ বেশ কয়েকটি দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে একক শান্তিরক্ষা মিশন সংগঠিত করেছে। সেন্ট্রাল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে, MINURCA (১৯৯৮) সাবেক CAR সামরিক বাহিনী ও মিলিশিয়াগুলির কয়েকটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নিরস্ত্রীকরণের তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি একটি নতুন জাতীয় পুলিশ প্রশিক্ষণ এবং নির্বাচন চলাকালে সহায়তা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। আরও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সফল নির্বাচনের পরে মিশন বর্ধিত করা হয়েছিল। সিওরা লিওনে, জাতিসংঘ / ইউএনএএসএসএল) ১৯৯৯ সালে অভ্যুত্থানের পর ইকোমোজি-এর নেতৃত্বে সরকার পুনর্গঠন করে। ১৯৯৯ সালে, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে দ্বিতীয় কঙ্গো যুদ্ধের পর যুদ্ধবিরতি নিরীক্ষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল- এটি ডিআরসি-র অংশে অব্যাহত সহিংসতার কারণে চলতে থাকে। কোট ডি আইভরির মধ্যে, ইউএনওসিআই আইভরিয়ান গৃহযুদ্ধ শেষ করে ২০০৪ সালের শান্তি চুক্তিকে কার্যকর করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, যদিও দেশ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বুরুন্ডি সিভিল ওয়ার শেষ হওয়ার পর যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর, ONUB-কে ২০০৪ সালে আরুশা শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানে অনুমোদিত করা হয়।

### স্বাধীনতা সুবিধার প্রচেষ্টা

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরাও স্বাধীনতার আন্দোলন এবং নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার হয়েছে। ১৯৮৯ সালে শুরু হওয়া নামিবিয়াতে UNTAG, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যাহার এবং একটি নতুন সরকারের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। ১৯৯১ সালে, ওয়েস্টার্ন সাহারা অঞ্চলের ক্ষেত্রে মরক্কোর একটি যুদ্ধবিরতি এবং গণভোটের পরিকল্পনা ছিল। মতানৈক্য গণভোট প্রতিরোধ করে, কিন্তু যুদ্ধবিরতি MINURSO-র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা চলতে থাকে। ১৯৯৯ সালে পূর্ব তিমুরে, একটি গণভোট ইন্দোনেশিয়া থেকে স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়। স্বাধীনতা বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা সহিংসতা এবং স্বাধীনতা পর্যন্ত অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য UNTAET প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে একটি সহায়তা মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, UNMISET। ২০০৬ সালে সহিংসতা UNMIT প্রতিষ্ঠার নেতৃত্বে, যা পরিস্থিতি নিরীক্ষণে অব্যাহত থাকে।

### মূল্যায়ন

RAND কর্পোরেশনের একটি গবেষণায় পাওয়া যায় যে,জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা প্রচেষ্টার তিনটির মধ্যে দুটি সফল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘের জাতিসংঘের প্রচেষ্টার সাথে এটি তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায় এবং আটটি মামলার মধ্যে সাতটি শান্তি বিঘ্ন ঘটে, যা আট মার্কিন সেনার চারটি ক্ষেত্রে শান্তির সম্মুখীন হয়। এছাড়াও ২০০৫ সালে, মানব নিরাপত্তা রিপোর্টে কোল্ড ওয়ার শেষ হওয়ার পর থেকে যুদ্ধ, গণহত্যা এবং মানবাধিকারের অপব্যবহারের সংখ্যা কমে যায়, এবং প্রমাণ উপস্থাপন করে, তবে পরিস্থিতিগতভাবে, যে আন্তর্জাতিক সক্রিয়তা-যা বেশিরভাগই জাতিসংঘের দ্বারা পরিচালিত হয়- কোল্ড ওয়ার শেষ হওয়ার পর থেকে সশস্ত্র সংঘর্ষের পতনের প্রধান কারণ।

অনুভূত ব্যর্থতার জন্য জাতিসংঘও সমালোচনার সৃষ্টি করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলেশন পাস করতে ব্যর্থ হয়েছে বা সদস্য রাষ্ট্রগুলি খারাপ অবস্থার মধ্যে তাদের সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক হয়েছে। ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডা গণহত্যা প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নিরাপত্তা পরিষদের মতবিরোধ দেখা যায়। জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক নিষ্ক্রিয়তা হস্তক্ষেপ এবং দ্বিতীয় কঙ্গো যুদ্ধের সময় পর্যাপ্ত মানবিক সাহায্য প্রদানের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীগণ ১৯৯৫-এ স্রেব্রেনিয়ার গণহত্যা প্রতিরোধ করার ব্যর্থতা, সোমালিয়াতে কার্যকর মানবিক সহায়তা প্রদান করতে ব্যর্থতা,ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি সংঘাত, কাশ্মির বিরোধ ও নিরাপত্তা দফতর সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন ব্যর্থ হলে, দারফুরের বিরুদ্ধে গণহত্যা প্রতিরোধে বা সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকে।

সমালোচনার জবাবে, শান্তিরক্ষীদের যৌন নির্যাতনের রিপোর্ট সহ, জাতিসংঘ তার অপারেশন সংস্কারের দিকে পদক্ষেপ নিয়েছে। ব্রাহিমি রিপোর্টটি পূর্বের শান্তিরক্ষা মিশনের পুনর্বিন্যাস, ত্রুটিগুলি আলাদা করে এবং ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষা মিশনের দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য এই ভুলগুলি প্যাচ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষী কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় জাতিসংঘ এই অনুশীলনগুলি কার্যকর করার জন্য অঙ্গীকার করেছে। সংস্কার প্রক্রিয়ার টেকনিকাল দিকগুলি 'পিএশন অপারেশনস ২০১০' সংস্কার কর্মসূচিতে DPKO- এর দ্বারা পুনর্বিন্যস্ত ও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। ২০০৮ এর ক্যাপস্টোন মতবাদ "জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমঃ নীতিমালা ও নির্দেশিকা" ব্রাহিমি বিশ্লেষণের সাথে যুক্ত এবং গঠন করে।

২০১৩ সালে, এনজিও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিরোধী দুর্নীতির নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানের সমালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।